Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 608 - 615
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সুন্দরবনের রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রসেনজিৎ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : prsenjitd.beng.rs@jadavpuruniversity.in

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Sundarbans, Speech Community, Morphology, Phonology, Diglossia, Bi-lingualism, Code-mixing, Language death.

Abstract

The Sundarbans, a unique cultural and ecological region, exhibits a rich linguistic diversity. Among the various linguistic group, four primary language communities dominate the region. They are the Poundra kshatriyas and other lower caste, the spoken language of Mahishya and Kaibarta community from south-west frontier Bengal, the language of tribes and the spoken language of Muslim community. Notably, the language of Poundra kshatriyas and other lower castes is the most widespread and prominent spoken language in the region, influencing the linguistic landscape of the Sundarbans. The focus of the paper is primarily to understand the spoken language of the Raidighi region, located in the Mathurapur-II block, a part of the Sundarbans. It should be noted that the language here is not different from the linguistic tendency of the Sundarbans. The central objective of the paper is to map the linguistic features of the region, emphasizing both the morphological and phonological characteristics of the dialects spoken in this area. This would help in illustrating how local variations interact with the larger dialectal patterns of Sundarbans. In addition to the structural aspects of the language, the paper also explores socio-linguistics perspective, particularly language contact and language extinction. The paper will discuss how language contact has shaped the evolution of the spoken dialects and highlight the risk of language extinction as younger generations may shift to more dominant regional languages, leading to a gradual loss of indigenous dialects.

Discussion

ভূমিকা : ভাষা হল মানুষের সংজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম। এই ভাষা সামাজিক মানুষের সৃষ্টি। ভাষা যেহেতু সামাজিক মাধ্যম সেহেতু সমাজের রীতি, সংস্কার, সংস্কৃতির মতো ভাষাও বৈচিত্র্যময় ও নিত্য পরিবর্তনশীল। এই ক্ষেত্রসমীক্ষার এলাকা

হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর-II নম্বর ব্লকের রায়দিঘি অঞ্চলটিকে। এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য তপশিলি জাতির মানুষ। এই অঞ্চলে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। এছাড়া ছোটোনাগপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা জীবিকার তাড়নায় এই অঞ্চলে এসে আবাদ পত্তনের কাজে সামিল হন। এদের মধ্যে ভূমিজ, বেদিয়া, মুণ্ডা, লোধা, মাহাতো, ওঁরাও, খাসি ও সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠীই প্রধান। মেদিনীপুর, দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবঙ্গ এবং উড়িষ্যা থেকেও এসেছেন বহু মানুষ। এদের মধ্যে মাহিষ্য ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মানুষই প্রধান। বাংলাদেশ থেকে এবং উত্তরের প্রান্তিক জেলাগুলি থেকে এই অঞ্চলে আসেন নানা শ্রেণির নানা বর্ণের দরিদ্র মানুষ। এই অঞ্চলটিতে একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ রয়েছেন। এই অঞ্চলটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষের শিক্ষা, অর্থ ও সামাজিক অবস্থানের নিরিখে বেশিরভাগই প্রান্তিক শ্রেণির।

সুন্দরবন অঞ্চলে অতীতে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার মানুষেরা এখানে স্থায়ী বসবাসের ফলে এবং পেশাগত সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের ফলে কয়েকটি বাক সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। এই বাক সম্প্রদায় গুলির মধ্যে অঞ্চলটিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য তপশিলি জাতির মানুষের আধিক্যের কারণে তাদের কথ্যভাষাটিই প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছে এবং ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষমতা ও সংহতির[১] সূত্রে পার্শ্ববর্তী বাকসম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলেছে। এই গবেষণা নিবন্ধের মূল বিষয় রায়দিঘী অঞ্চলের প্রধান কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করে ও পাশাপাশি অঞ্চলটিতে অন্যান্য বাক সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা সংযোগের ফলে যে ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তা তুলে ধরা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের রায়দিঘীর কথ্যভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের একটি ভাষা মানচিত্র নির্মাণ ও সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে অঞ্চলটির ভাষা বৈচিত্র্যের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি : আমার এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য মথুরাপুর-II নম্বর ব্লকের রায়দিঘি অঞ্চলের ভাষাবৈচিত্র্য ও বাক সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলা। উদ্দেশ্যকে সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই কাজের জন্য আমাদের বেছে নিতে হয়েছে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র অনুসন্ধান পদ্ধতি। সমীক্ষার প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র নির্বাচন করার পর পর সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের কাছ থেকে তাদের কথ্যভাষা সংগ্রহ করা হয়। রায়দিঘির বিভিন্ন পাড়ার মানুষদের মুখ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শব্দগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। ঐ যন্ত্রে বয়স্ক মানুষদের মুখ থেকে তাদের জীবনের নানা কথা এবং লোককথা বা উপকথা জাতীয় গল্প ধরে নিয়ে তার থেকে ভাষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞান ও সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের প্রথাগত পদ্ধতি।

ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থান : গ্রাম – নগেন্দ্রপুর আদিবাসী পাড়া,
দমকল ২নং চ্যাটার্জিপাড়া, মান্নাপাড়া, রায়দিঘি, কঙ্কনদিঘি।
থানা – রায়দিঘি
ব্লক – মথুরাপুর-II
মহাকুমা – ডায়মন্ড হারবার
জেলা – দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ

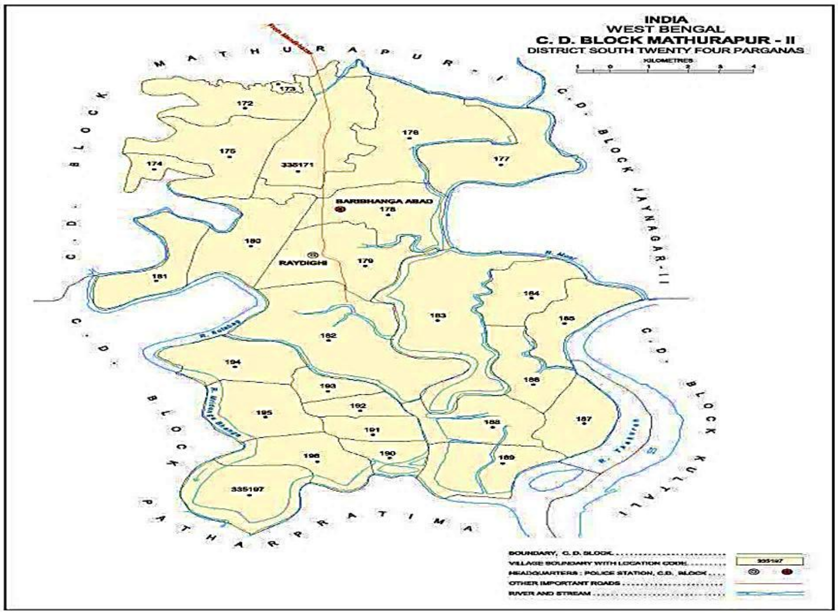
INDIA
WEST BENGAL
C. D. BLOCK MATHURAPUR - II
DISTRICT SOUTH TWENTY FOUR PARGANAS
KILOMETRES
MATHURAPUR-I C.D. BLOCK
JAYNAGAR-II C.D. BLOCK
KULTALI C.D. BLOCK
PATHARPRATIMA C.D. BLOCK
C. D. BLOCK
BARIBHANGA ABAD
RAYDIGHI
335171
335197
BOUNDARY, C. D. BLOCK
VILLAGE BOUNDARY WITH LOCATION CODE
HEADQUARTERS : POLICE STATION, C.D. BLOCK
OTHER IMPORTANT ROADS
RIVER AND STREAM

মানচিত্র : সুন্দরবনের মথুরাপুর-II নম্বর ব্লকের মানচিত্র[2]

তথ্য বিশ্লেষণ :

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : কোনো আঞ্চলিক কথ্যভাষার চরিত্রলক্ষণ অন্বেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ও পদের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা জরুরি। ধ্বনির চেহারা আর অবস্থান বৈচিত্র্যই আঞ্চলিক কথ্যভাষাকে আদর্শ বা মান্যভাষার থেকে পৃথক করে তোলে। মান্য চলিত বাংলা ভাষার সঙ্গে রায়দিঘি অঞ্চলের ভাষার প্রভেদগুলি দুটি ভাষার শব্দ পাশাপাশি রেখে (>) এই চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হল।

১। ‘অ’ এর উচ্চারণ ‘ও’ এর মতো হয়ে যায়, এই অঞ্চলের ভাষায়।

যেমন - বন>বোন (ব্+অ+ন্ > ব্+ও+ন্)
নদী > নোদী (ন্+অ+দ্+ঈ > ন্+ও+দ্+ঈ)
কলকাতা > কোলকাতা (ক্+অ+ল্+ক্+আ+ত্+আ > ক্+ও+ল্+ক্+আ+ত্+আ)

২। আধুনিক বাংলায় বা মান্য বাংলায় অপিনিহিতি লুপ্ত হলেও, আলোচ্য অঞ্চলে ভাষার মধ্যে অপিনিহিতি রক্ষিত আছে। আলোচ্য অঞ্চলের অনেক বাসিন্দাই পূর্ববঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে আগত, কাজেই ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার রীতি তারা এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি।

যেমন - এখানে যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে কিঞ্চিৎ ‘-ই’ কারের প্রবণতা লক্ষণীয়।
বন্যা > বইন্না,
নায্য > নাইয্য।
‘-ই’ কারের অপিনিহিতি। কাল > কাইল, রাত > রাইত।

৩। সমীক্ষিত অঞ্চলে অপিনিহিতি এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অভিশ্রুতির আগমন ঘটে।

যেমন - কইর‍্যা > করে।

৪। উচ্চারণের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে বর্ণ বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট শব্দে অবস্থিত বর্ণের পরস্পর স্থান পরিবর্তনে যে বর্ণ বিপর্যয় ঘটে যায়। উচ্চারণের সময় একে অপরের স্থান দখল করে। আবার অনেকসময় দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

যেমন - ভেটকি > ভেকটি

রিক্সা > রিসকা
ডালনা > ডানলা

৫। কখনো কখনো উচ্চারণের সময় ‘ও’ কার ‘অ’ কার হয়ে যায়।
উদাহরণ - হোলি > হলি

৬। সমীক্ষিত অঞ্চলে যুক্তবর্ণের প্রবণতা বলতে গেলে খুবই কম, বলার সময় তার যুক্তস্বরটি ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে।
উদাহরণ - যন্ত্র > যন্‌তর্‌
গ্রুপ > গুরুপ্‌
ক্লাস > কেলাস

৭। এই আঞ্চলিক ভাষায় দুটি কাছাকাছি ব্যঞ্জনধ্বনি বা সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম একটি ধ্বনিতে পরিণত হয়।
যেমন - স্নান > চান

৮। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পৃথক স্বরধনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রুপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। এই আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রেও স্বরসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে।
যেমন - চেয়ার > চিয়ার
বিঘা > বিঘে
গোছাতে > গুছোতে

৯। ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ দেখা যায়।
যেমন - নিমন্ত্রণ > নিমন্‌তন
চারদিন > চাদিন
বৃহস্পতিবার > বেহস্পতিবার

১০। শব্দের প্রথমে স্বরধনির উচ্চারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আদিস্বরাগম লক্ষ্য করা যায়।
যেমন - স্কুল > ইস্কুল

১১। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি যোগ করে দেয়। অর্থাৎ বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি লক্ষ্য করা যায়।
উদাহরণ - ক্লাস > কেলাস
গ্রুপ > গুরুপ
প্রথম শব্দে ‘এ’ স্বরধ্বনি পরবর্তী শব্দে ‘উ’ স্বরধনির আগম ঘটেছে। অর্থাৎ বিপ্রকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

১২। বিয়ে > ব্যা এখানে স্বরসংকোচ ‘ই’, ‘এ’, ‘য়’ শ্রুতি।

১৩। স্বরধনির লোপ দেখা যায়।
উদাহরণ - ঠাকুমা > ঠাক্‌মা

১৪। ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ দেখা যায়।
উদাহরণ - চারদিন > চাদ্দিন

১৫। ‘য়’ এর উচ্চারণ কখনো কখনো ‘ই’ এর মতো হয়ে যায়।

উদাহরণ - রায়দিঘি > রাইদিঘি

খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : রায়দিঘি অঞ্চলের ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন নামপদ, ধাতু, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক বিভক্তি, অনুসর্গ, উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস, শব্দদ্বৈত প্রভৃতি ভাষায় যে রূপলোক সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, সুন্দরবনের এই অঞ্চলটির ভাষার রূপের জগৎ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ।

১। বিশেষ্য : এই অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ্যপদগুলি মান্য চলিত বাংলার মতোই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য প্রধানত ধ্বনিগত, শব্দের উচ্চারণগত।

উদাহরণ - জটাবরদানগর, ঘন্টো, এককুড়ি, একলোক, গাইকা, নাইকা, কচ্ছম, কালোহরিণ, পাঁচচল্লিশ, কুত্রিশ প্রভৃতি।

২। বিশেষণ : বাক্যে ব্যবহৃত অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, ধর্ম, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করে যে পদ তার নাম বিশেষণ। বিশেষণরূপী নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই রয়েছে এই অঞ্চলের ভাষার নিজস্বতা।

উদাহরণ - ইশকুলির মাস্টার (অবস্থা বা গুণবাচক বিশেষণ), বাঁশের চোঙা (উপাদান-বাচক বিশেষণ), এট্টুসকানি (পরিমাণবাচক), কুড়িডা ছাগল (সংখ্যাবাচক)।

৩। সর্বনাম : মান্য চলিতের সঙ্গে রূপগত পার্থক্যের বিচারে রায়দিঘী অঞ্চলের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামের বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বিশিষ্টতা উত্তমপুরুষ সর্বনাম, মধ্যমপুরুষ সর্বনাম এবং নির্দেশক সর্বনামের একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই বিদ্যমান।

ক) উত্তমপুরুষ সর্বনাম :
একবচন - আমি, আমারে, আঁই, মোর
বহুবচন - আমরা, মোর, আমাগো, আঙ্গা

খ) মধ্যমপুরুষ সর্বনাম :
একবচন - তুই, তুমি, আপনি, তোর, তোমার, আপনার, তোমারে, আপনারে, তোরে।
বহুবচন - তোমাদের, আপনাদের, তোগো, তোমাগো, তোমানকি

গ) সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম :
একবচন - সে, তার, তেনার, এনার, উনি, তারির
বহুবচন - তারা, তেনার, ওনাগো

ঘ) নিকট নির্দেশক সর্বনাম :
একবচন - এডা, এইটে, এটি
বহুবচন - এগুলো, এগুলি, এগুনো

ঙ) দূর নির্দেশক সর্বনাম :
একবচন - ওডা, সেডা
বহুবচন - ওগুনো, সেগুনো

৪। অব্যয় : রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষার ব্যবহৃত অব্যয়গুলির প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ - আর (সংযোজক অব্যয়)

নয়তো > নয়তে (বিয়োজক অব্যয়)
না হয় > নায় (বিয়োজক অব্যয়)
তার জন্য (কারণাত্মক অব্যয়)

৫। কারক ও বিভক্তি : মান্য চলিত বাংলা ভাষার কোনও কারকের নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষাতেও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বিবিধ নাম শব্দের সঙ্গে এই বিভক্তিগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা নিজস্বতা, নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য রয়েছে।

ক) কতৃকারকে বিভক্তিরূপে শূন্য, র, এর, ইর, গো, গা, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।
উদাহরণ - নাভিতে জোঁক ঝুলে থাকত।
খ) কর্মকারকে একবচনে বিভক্তি শূন্য, কে, রে, র প্রভৃতি যুক্ত হয়।
উদাহরণ - নোন(কে) আনোনি কেন?
গ) করণকারকে এ, র, শূন্য, য় বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়।
উদাহরণ - এ জালে মাছ ধরা হয়।
নৌকায় নদী পার হই।
ঘ) অধিকরণ কারকে শূণ্য, এ, ই, কেরে, য়, তে বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়।
উদাহরণ - কালকেরে আসিব।
নোদীতে কাঁকড়া ধরতে যাই।

৬। ক্রিয়া :

ক) সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত বাক্যের শেষে বসে। কোথাও কোথাও উহ্য থাকে।

খ) সমাপিকা যৌগিক ক্রিয়ার এমন তদ্ভব চেহারা লক্ষ করা যায় যে, সে ধরনের বিবর্তন মান্য চলিত বাংলাতে এখনো হয়নি। যেমন - গিয়েছিল>গেলো, করেছিল>করলো।

গ) মান্য চলিত বাংলায় ব্যবহৃত ইয়া>এ অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া এই অঞ্চলের ভাষায় কিছু ক্ষেত্রে এ অন্তক থাকলেও শব্দটির রূপের ঈষৎ বদল ঘটে। যেমন - খেয়ে>খায়ে, গেয়ে>গায়ে ইত্যাদি।

ঘ) ইলে > লে অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার লি অন্তক হয়। যেমন- পেলে > পালি, করলে>কাল্‌লি, ডাকলে>ডাক্‌লি, বললে>বল্‌লি।

ঙ) ভবিষ্যৎ কালে মধ্যমপুরুষে ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন - শুনবো>শুনবু।

চ) সাধারণ বর্তমান কালে উত্তমপুরুষে কর্‌ ধাতু এর সঙ্গে ‘ই’ বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা-করি।

ছ) সাধারণ বর্তমান কালে মধ্যমপুরুষে কর্‌ ধাতু এর সঙ্গে ‘ও’, এন, ইস বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা - করো, করেন, করিস।

জ) সাধারণ বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে কর্‌ ধাতু এর সঙ্গে ‘এ’, ‘এন’, বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা- করে, করেন।

ঝ) ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে মধ্যমপুরুষে পড়্‌ ধাতু বিভক্তি যুক্ত হয়ে হয় পড়তি লাগবি।

৭। বচন : রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্য ভাষার বাচনরীতি মান্য চলিত বাংলার মতোই। তবে বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সঙ্গে বচন নির্দেশক প্রত্যয় বা বিভক্তি গুলির তদ্ভব ও বিকার গ্রস্ত রূপ এখানকার ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণকে প্রকাশ করে।

একবচনের রূপ গঠনের ক্ষেত্রে পদের পূর্বে বা পরে বচন নির্দেশক টি, টা, খানা, খানি প্রভৃতি শব্দ প্রত্যয় এর বদলে ডা, এট্টু, ওট্টুন, প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যেমন- লোকডা, ইট্টুসখানি।

গুলি বা গুলো বিভক্তিটি এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ‘গুনো’ রূপে ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন পদ গঠন করে। যেমন- লোকগুনো, মাছগুনো।

৮। শব্দ বা শব্দখণ্ডের দ্বৈত ভূমিকা : একই শব্দ বা শব্দখণ্ডকে কখনো উপসর্গ, কখনো বা প্রত্যয় রূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল হলেও এই অঞ্চলের ভাষায় এরকম প্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে। যেমন - ভদ্দিন/ দিনভর, ভরজনম/ জনমভর।

গ. সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

গ. অ. দ্বিবাচন : এই অঞ্চলের লোকেরা বাড়িতে ও আশেপাশের লোকেদের সাথে কথা বলার সময় তারা আঞ্চলিক বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। তবে স্কুলে পড়াশোনা, শহর থেকে কোনো লোক এলে তার সঙ্গে বা বাইরে গেলে এখানের লোকেরা মান্য বাংলা ভাষাতে কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মান্য ভাষা উচ্চ কোড হিসাবে ও আঞ্চলিক বাংলা ভাষা তারা বাড়িতে ও নিজেদের গ্রামে নিম্নকোড হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। মেদিনীপুর থেকে আগত এবং চব্বিশের লোকজনের মধ্যে কথাবার্তার সময় তারা তাদের আঞ্চলিক কথ্যভাষায় কথা বললেও শহরে এলে বা বাইরের লোক বা বিদ্যালয় বা কোনো অফিসারের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা মান্য চলিত বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকেন। পরস্পর দুটি ভাষার সহাবস্থানের ফলে মান্য চলিত ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে ক্ষমতা ও সংহতিও লক্ষ করা যায়।

গ. আ. দ্বিভাষিকতা : দ্বিভাষিকতা অর্থ একের অধিক ভাষার ব্যবহার। ফিশম্যান দ্বিভাষিকতাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যথা- স্থিতিশীল ও অস্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা।[৩] রায়দিঘি অঞ্চলের নগেন্দ্রপুর গ্রামের বেশ কিছু পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জনজাতির মানুষ। তারা তাদের নিজ গোষ্ঠীর মানুষের ক্ষেত্রে কথা বলার সময় নিজস্ব ভাষা ‘সাদরি’ বা ‘বানোয়া’ ভাষাতেও কথা বললেও ওই অঞ্চলের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে তারা বাংলায় কথা বলেন। এছাড়া নগেন্দ্রপুর গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসি পাড়ার লোকেরাও বাংলা ভাষার পাশাপাশি সাতনা, সাদরি বা বানোয়া ভাষা কেউ কেউ জেনে থাকেন। সাদরি ভাষা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ততোটা জনপ্রিয় ভাষা নয়। এটি প্রধানত ছোটনাগপুর মালভূমি এবং তার আশেপাশে বসবাসকারী অনার্য জনগোষ্ঠীর ভাষা, যা বিকশিত হয়েছে ‘সেতু ভাষা’ বা ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’ হিসাবে। মূলত এখানের সমস্ত জনজাতির মানুষেরা ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে সুন্দরবন অঞ্চলে আসার সাথে সাথে নিয়ে এসেছে তাদের নিজস্ব ভাষা সাদরিকে। এছাড়া মান্নাপাড়ার লোকেরা মূলত দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে এসেছেন ফলে সেই সমস্ত পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা ওড়িয়া ভাষার পাশাপাশি রায়দিঘী অঞ্চলের কথ্যভাষার ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ এখানে দ্বিভাষিকতা বর্তমান। এই অঞ্চলে ও বিস্তীর্ন সুন্দরবন অঞ্চলে সাদরি ভাষা কেবল আদিবাসী পরিবারের কেউ কেউ কথা বলে থাকেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার প্রাধান্য থাকায় সেই ভাষাটি প্রধানত ব্যবহৃত হয়। ফলে এই অঞ্চলে অস্থিতিশীল দ্বিভাষীকতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিভাষিকতা এর উদাহরণ হিসাবে মঙ্গলা মুন্ডার সাদরি ভাষা ও বাংলা ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলা থেকে খুব সহজেই লক্ষ করা যায়। তিনি সাদরি ভাষায় বলেন, ‘কালে জাতিন, কালে আতিন’ এটি মূলত তাদের জনগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তার সঙ্গে বলেন কিন্তু অন্য গ্রামের লোক সঙ্গে তিনি তা বলেননি, তিনি বলেন - ‘কাল যাচ্ছি, কাল আসব’। আবার কাজল মুন্ডার থেকেও পাই- ‘কাজল মুন্ডা হেকে আমার নাম। আমার ছুয়া একটা’। অর্থাৎ, ‘আমার নাম কাজল মুন্ডা। আমার একটা ছেলে’।

গ. ই. কোড মিশ্রণ : নগেন্দ্রপুর অঞ্চলের ক্ষেত্রসমীক্ষার তিনটি পাড়ার প্রত্যেকের ভাষার মধ্যে কোড মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মূলত তাদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে ইংরাজি বেশকিছু শব্দ যেগুলির বাংলা প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও তারা ইংরাজি শব্দ গুলি ব্যবহার করেন। যেমন- দমকল ২ নম্বর চ্যাটার্জি পাড়ার ভানুমতি নস্করের কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, “আমাদের কাঠ-খড়ের আগুনে রান্না করে practice হয়ে গেছে”। আবার, “আমরা খালি বাংলা বুঝি, others কথা যদি বলেন তবে আমরা বুঝতে পারিনা”। আবার আদিবাসী পাড়ার ক্ষেত্রেও কোড মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিজয় মুন্ডার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন - “বাড়িতে আমরা পাঁচজন family”। কৃষ্ণা মুন্ডা বলেন, “love marriage করে বিয়ে করেছি”। মান্নাপাড়ার ক্ষেত্রেও কোডমিশ্রণ দেখা যায়। নীলিমা হাজরা বলেন, “আমাদের হাজরা family”। বাক্যগুলিতে ‘practice’, ‘others’, ‘family’, ‘love marriage’ এই ইংরাজি শব্দগুলির আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ. ঈ. ভাষামৃত্যু : নগেন্দ্রপুর অঞ্চলের আদিবাসী পাড়ায় কেবল মাত্র বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যেই বানোয়া বা সাদরি ভাষার ব্যবহার থাকলেও তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এখন অনেকটাই অজানা। তথ্য সংগ্রহের সময় তারা নিজেরাই বলেন এখন তাদের জনগোষ্ঠীর এই ছোটো গ্রামটিকে এখন কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলতে পারেনা। সঠিক অনুশীলন পরবর্তী প্রজন্মের লোকেদের মধ্যে না হওয়াই এর মূল কারণ। তাদের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলে এই ভাষাটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে বানোয়া বা সাদরি ভাষাটি এই অঞ্চলে ভাষামৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

উপসংহার : এখানে রায়দিঘি অঞ্চলের কথ্যভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের কথ্যভাষার একটি ধারনা তৈরি করা যাচ্ছে। এছাড়া সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের ভাষা গোষ্ঠীর পারস্পারিক সহাবস্থানের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

Reference:

১. নাথ, মৃণাল. ভাষা ও সমাজ. কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯. পৃ. ৪৪-৪৮

২. https://www.sundarbanaffairswb.in/home/page/mathurapur_ii. time-7.30pm, 13/12/24

৩. Fishman, J.A. The Sociology of Language. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publication, 1972. P. 45-58